ভারতীয় সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলার এক অভিযুক্ত আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে

অরুণ জেটলি

গত ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় সংসদ আক্রমন করে। সংসদ ও তার ভিতরে থাকা লোকেদের বাঁচাতে পার্লামেন্টের ও পুলিসের একাধিক কর্মী মৃত্যু বরণ করেন। এই আক্রমনের পর ভারত এক ভাষায় কথা বলে। আমরা সকলে এই দৃঢ়তা দেখিয়েছিলাম যে, ভারতকে নরম লক্ষ্য করার সুযোগ কাউকে দেব না এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, এই আক্রমনের পিছনে যারা আছে সেই অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। আমাদের সাহসী নিরাপত্তা কর্মীরা আক্রমনকারীদের ঘটনাস্থলেই খতম করে দিয়েছিল। অন্য অভিযুক্তদের ধরা হয়েছে, বিচার হয়েছে ও কয়েকজনের শাস্তিও হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা সময়ে কাজ করে, কোনো সন্ত্রাসবাদীকে সংসদ ভবনের ভিতরে ঢুকতে পারে নি। আক্রমনকারীদের লক্ষ্য ছিল, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের অনেককে শেষ করে দেওয়া, তা সফল হয় নি।

আমরা প্রচুর সন্ত্রাসবাদী আক্রমন দেখেছি। বেশিরভাগই সীমান্তের ওপারে পরিকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু এপারে তা রূপায়িত হয়েছে। আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু খুব ভেবে চিন্তে বাছা হয়েছে, ভারতীয় সংসদ, জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা, অক্ষরধাম মন্দির, মুম্বই শহর ছিল তার মধ্যে অন্যতম। এই লক্ষ্যস্থল হল ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের, সার্বভৌমত্বের, সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এবং অর্থনীতির প্রতীক। ভারতীয় সংসদের ওপর আক্রমন মানে ভারতের ওপর আক্রমন। ভারত তাই একসুরে ওই আক্রমনের নিন্দা করেছে।

ভারত হল এমন একটা সমাজ যা আইনের শাসন দ্বারা শাসিত হয়। পুলিস যে তদন্ত করে আদালত তা খতিয়ে দেখে। দীর্ঘ বিচারের পর প্রথমে হাইকোর্টে আবেদন, তারপর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা যায়, এ ভাবে খুব সতর্কতার সঙ্গে তথ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। আফজল গুরুর ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বলেছে সে অপরাধী এবং তার ফাঁসির নির্দেশ বহাল থেকেছে। প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সরকার যেটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না, সেটা হল, কেন এত দেরী হল। জনমতের চাপে সরকার কাজ করতে ও আইনমাফিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হল। ১৩ ডিসেম্বরের মত ভারতকেও আবার আজ একসুরে কথা বলতে হবে ও বিশ্বকে একটা বার্তা দিতে হবে যে, ভারত নরম রাষ্ট্র নয়, যারা ভারতের সার্বভৌমত্বকে, তার সংস্থাকে আক্রমন করবে, তাদের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেরিতে হলেও, অবশেষে ন্যায়বিচার হয়েছে□